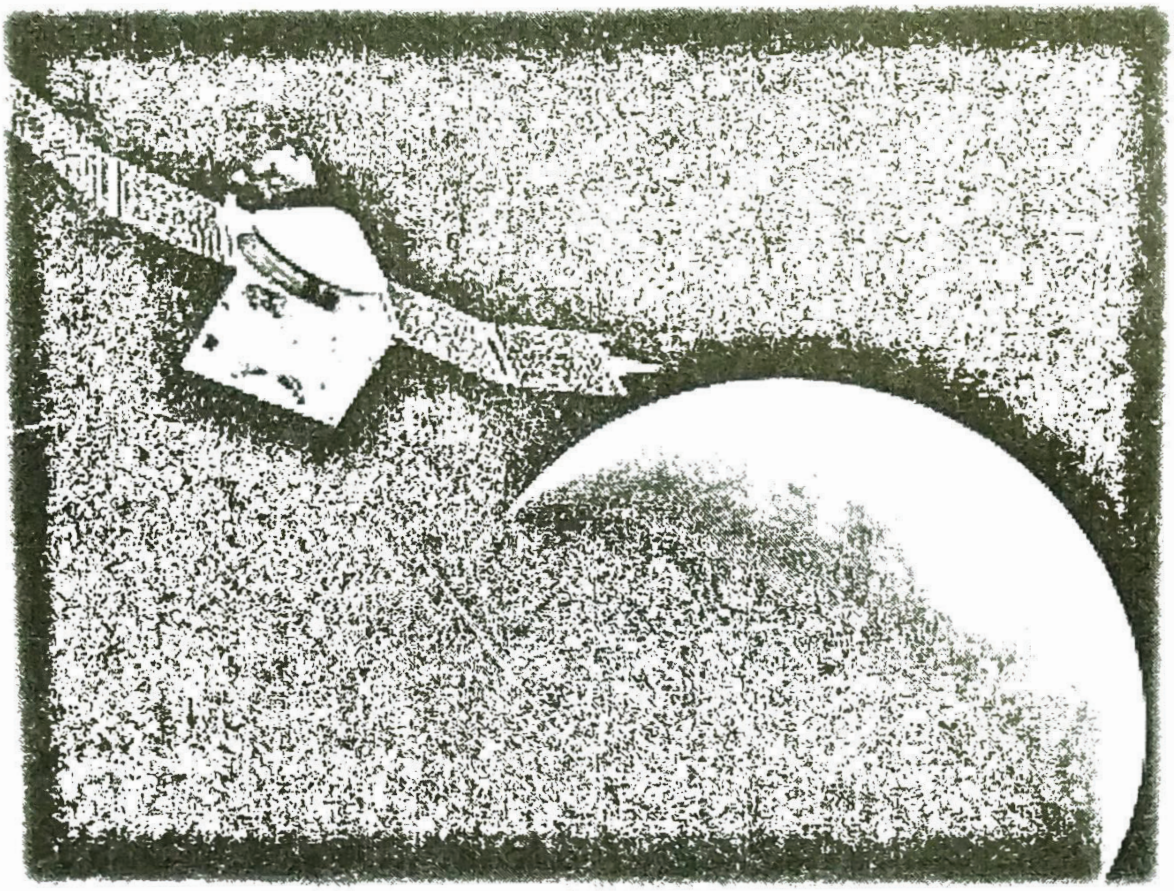

# নীল গ্রহ থেকে লাল গ্রহ

সহনোব নাথ

আদিম যুগ থেকে মানুষের কৌতূহল, রাতের আকাশে তাকালে কিছু আলোকবিন্দু দেখা যায়, তা আসলে কি? শুনেছি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ঐ আলোকবিন্দুর উপর নির্ভর করে রাতের অন্ধকারে দিক নির্নয়, সময় নির্ধারন করতেন। মানুষের যত বিবর্তন হতে থাকলো তাদের কৌতুহলের ও পরিবর্তন হতে থাকল। আজকের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে মানুষ তার চিন্তা ধারাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্মন্ধে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় একটি সাদা রং এর উজ্জ্বল পথ মহাশূন্যে শুরু হয়ে, মহাশূন্যে বিলীন হয়েছে। এই পথটিকে বলা হয় ছায়াপথ যা তৈরি হয় অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ও গ্রহের সমন্বয়ে। এই ছায়াপথের একটি অন্যতম নক্ষত্র হল সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি সৌরজগতের, যাকে বেষ্টন করে রয়েছে নয়টি গ্রহ। এই গ্রহগুলি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সূর্যকে একবার পরিক্রমন করে। এই ন'টি গ্রহের মধ্যে একটি অন্যতম গ্রহ হল আমাদের পৃথিবী। শুধুতমাত্র এই গ্রহতেই প্রানের অস্তিত্ব আছে। এই প্রানীজগতের বুদ্ধিমান প্রানী হল মানুষ, তাই আজ মানুষ

খোঁজার চেষ্টা করে চলেছে এক নতুন পৃথিবীকে। এইরূপ কোনো গ্রহ আছে কি ব্রহ্মান্ডে, যেখানে প্রানের অস্তিত্ব আছে? সবার আঙ্গুল পড়লো পৃথিবী থেকে দেখা যাওয়া লাল গ্রহ মঙ্গলের দিকে। এই গ্রহে আছে কি প্রানের অস্তিত্ব বা প্রানীর বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশ, তা খতিয়ে দেখার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ ও আমাদের ভারতবর্ষ পাঠিয়ে দিল তাদের কৃত্রিম যন্ত্রকে। যা গভীরভাবে জানার চেষ্টা করে চলেছে মঙ্গল গ্রহকে। এই গ্রহটি কি আমাদের পৃথিবীর মত সবুজে ঘেরা, না রয়েছে অন্য কিছু এই গ্রহে যা আমাদের পৃথিবীর মধ্যে নেই? আর এই গ্রহকে আমাদের পৃথিবীর মত করে তোলার জন্য কি কি প্রয়োজন রয়েছে। এই সব কিছু বিশদভাবে জানতে আমাদের ভারতবর্ষের মহাকাশ গবেষকগণ পাঠিয়ে দেন ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরী মহাকাশযান 'মম' কে, যাকে মঙ্গলযান-১ বলা হয়।

ভারতের মহাকাশ গবেষনাকারী সংস্থা ইসরো এর নাম দেয় মার্স অরবিটার মিশন। এই মিশন এর লক্ষ্য হল মঙ্গলের পৃষ্ঠের গঠন সম্বন্ধে জানা, কি কি ধাতু পাওয়া যেতে পারে মঙ্গলে, ও মঙ্গল গ্রহের বায়ু মন্ডল সম্বন্ধিত তথ্য সংগ্রহ করা। এই রকেটটিকে ০৫ নভেম্বর ২০১৩তে উৎক্ষেপন করা হয় যা পৃথিবীর কক্ষপথকে পরিক্রমন করে মঙ্গলের কক্ষপথে পৌছার কথা। এই মহাকাশযানটি উৎক্ষেপন করা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সতীশ ধবন মহাকাশকেন্দ্র ফার্স্ট লঞ্চপ্যাড থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল রকেট সি ২৫ এর মাধ্যমে। এটি প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথকে প্রদক্ষিন করার পর মঙ্গলের কক্ষপথকে প্রদক্ষিন করবে। মঙ্গলযান-১ ভারতের প্রথম আন্তঃগ্রহ অভিযান। এই যন্ত্রে শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। মহাকাশযানের মূল যন্ত্রটি মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যার দ্বারা জানা যাবে মঙ্গলের হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পর্যাপ্ততা, মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি ও উৎস, মঙ্গলের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও খোঁজা হবে খনিজ সম্পদ।

মঙ্গল যানটি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ৭.৫৬ মিনিটে মঙ্গলের কক্ষপথে পৌছায়। এই দিনটি সকল ভারতবাসীর কাছে একটি স্মরনিয় দিন হিসাবে হয়ে রইলো। আমাদের ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানীগন সফলভাবে মঙ্গলযান-১টিকে মঙ্গলে পৌছাতে পেরেছেন। তাছাড়া ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যে একবারের প্রচেষ্টায় মঙ্গলে পৌছাতে পেরেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর চতুর্থ দেশ হিসাবে হয়ে রইলো যে মঙ্গলে পৌছাতে পেরেছে। গবেষকগন স্বল্প সময়ের মধ্যে এই যানটি তৈরী করেছিলেন। এই মিশনটির সফলতা প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে একটা গর্বের দিন হয়ে রইলো।

**********